বাবার দাফন শেষে রাতে চাকরি, সকালে এইচএসসি পরীক্ষায় ইকন

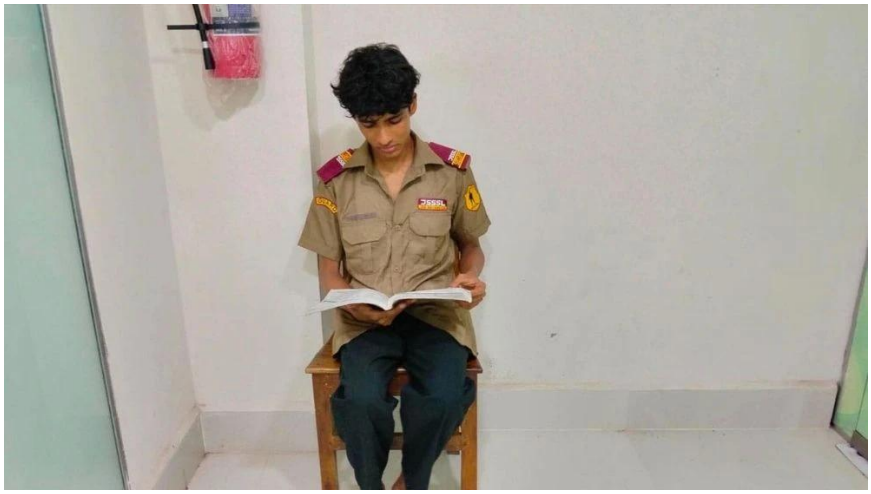

এইচএসসি পরিক্ষার্থী ইকন। ছবি: সংগৃহীত

বাবার মৃত্যুর শোক এখনও কাটেনি। তবু সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে রাতে চাকরি আর সকালে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন বাগেরহাটের শিক্ষার্থী ইকন। জীবিকার তাগিদ ও ভবিষ্যৎ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে তার এই সংগ্রাম সবার নজর কেড়েছে।

বাগেরহাট শহরের মুনিগঞ্জ মেডিকেল স্কুল রোড এলাকার বাসিন্দা ইকন সদ্যপ্রয়াত ইসরাফিল দাড়িয়ার ছোট ছেলে। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার (২১ জুলাই) ভোরে অসুস্থ হয়ে পড়লে সকাল ৬টার দিকে ইসরাফিল দাড়িয়াকে বাগেরহাট ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুই ছেলে—ইমন ও ইকনকে রেখে গেছেন। জোহরের নামাজের পর মুনিগঞ্জ দোতলা জামে মসজিদে জানাজা শেষে গোপালগঞ্জের গ্রামের বাড়িতে তার মায়ের কবরের পাশে দাফন করা হয়।

জীবিকার জন্য ইসরাফিল মোটরসাইকেল চালাতেন। বড় ছেলে ইমনও একসময় বাবার সঙ্গে কাজ করতেন। তবে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার পর তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। এরপর থেকেই পরিবারের দায়িত্ব অনেকটাই এসে পড়ে ছোট ছেলে ইকনের কাঁধে।

ইকন বাগেরহাট খান জাহান আলী ডিগ্রি কলেজের মানবিক বিভাগের চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষার্থী। পড়াশোনার পাশাপাশি সংসারের খরচ চালাতে তিনি বাগেরহাট শহরের রেলরোড এলাকায় একটি ব্যাংকের এটিএম বুথে রাতের শিফটে খণ্ডকালীন চাকরি করেন। বাবার দাফন শেষে মঙ্গলবার রাতেই তিনি কর্মস্থলে যোগ দেন। আর পরদিন সকালে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেন।

কলেজের অধ্যক্ষ খোন্দকার আছিফ উদ্দিন রাখী বলেন, ইকন তাদের কলেজের শিক্ষার্থী। জীবনের এমন কঠিন সময়েও দায়িত্ববোধের সঙ্গে চাকরি ও পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। কলেজের পক্ষ থেকে তার পাশে থাকার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাসও দেন তিনি।